25 JUL 2017

কালের কণ্ঠ

এবারও হয়রানি শিক্ষার্থীদের

অনার্সে সমন্বিত ভর্তি আটকে আছে বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনাগ্রহের কারণে। রাষ্ট্রপতির নির্দেশনাও অগ্রাহ্য

শরীফুল আলম সুমন ▷

বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা হলেও এর কোনো সমাধান হচ্ছে না। মূলত বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনাগ্রহেই আটকে আছে এই পদ্ধতি। এমনকি সমন্বিত ভর্তির ব্যাপারে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ আগ্রহ প্রকাশ করলেও উপাচার্যরা একমত হতে পারেননি। ফলে অন্য বছরের মতো এবারও ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের দৌড়ঝাঁপ করতে হবে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এমনকি একই জেলায় পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে একাধিকবার যেতে হবে শিক্ষার্থীদের। আবার যে পরিমাণ শিক্ষার্থী পাস করেছে তাদের অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত আসন নেই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল, ডেন্টাল ও মেরিন একাডেমি মিলে ৫২ হাজার আসন ঘিরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে শিক্ষার্থীদের। ফলে ভালো ফল করেও ভর্তির নিশ্চয়তা নেই পছন্দের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

গত বছরের নভেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিতে শিক্ষার্থীদের দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার ভোগান্তি নিয়েও ব্যথিত হন তিনি। এর কিছুদিন পর ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তরের সময়ও তিনি কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে সমন্বিত ভর্তি পদ্ধতির খোঁজ নেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সব উপাচার্যকে নিয়ে রাষ্ট্রপতির দপ্তরেই একটি বৈঠক আয়োজনের কথাও বলেন তিনি। কিন্তু আচার্যের এই আগ্রহের পরও বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যরা এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ দেখাননি।

এ বিষয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রাষ্ট্রপতির অভিপ্রায় অর্থ নির্দেশনা। কিন্তু এর পরও সমন্বিত ভর্তি পদ্ধতি হয়নি। নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এরপর আর এগোয়নি। তবে সমন্বিত না হলেও গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা হওয়া দরকার। কারণ একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে একবার চট্টগ্রাম, একবার খুলনা কিংবা দিনাজপুর, আবার ঢাকায় আসতে হচ্ছে। এটা খুবই কষ্টকর। গুচ্ছভিত্তিক এই পরীক্ষা একবারেই না করে প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে করা যেতে পারে। এতে নতুনরা একসঙ্গে আর পুরনোরা একসঙ্গে করতে পারে। তবে এ জন্য মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা সহায়তা করতে পারি।'

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

এবারও হয়রানি শিক্ষার্থীদের

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংশ্লিষ্টরা জানায়, কয়েক বছর ধরেই সমন্বিত পদ্ধতিতে মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমেছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও হওয়া উচিত। তবে সমন্বিত না হয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি হতে পারে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে তিন ভাগে ভাগ করে গুচ্ছ পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৩-১৪ সেশনে একত্রে পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নিলেও শেষ পর্যন্ত তা আর সফলতার মুখ দেখেনি।

জানা যায়, শিক্ষার্থীদের এখন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদাভাবে ফরম কিনতে হয়। এতে বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বড় অঙ্কের আয় হয়। যদিও ইউজিসির নির্দেশনা অনুযায়ী, ভর্তি পরীক্ষার আয়ের ৪০ শতাংশ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা রেখে তা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করার কথা। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় তা করে না। আবার সমন্বিত ভর্তিতে এই আয়ে ছেদ পড়বে। এ ছাড়া ভর্তি বাণিজ্য আর কোচিং-গাইড বাণিজ্যের জন্যই অনেকে এ পদ্ধতির বিরোধিতা করে। সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা হলে এ ধরনের ব্যবসায় বড় ধস নামবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সমন্বিত ভর্তি পদ্ধতি হলে ভালোই হতো। কিন্তু কিছু সমস্যাও রয়েছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের বিষয় নেই, এতে সমস্যা সৃষ্টি হবে। আর শিক্ষার্থীরা কয়েকটি পরীক্ষা দিয়ে একটিতে ভালো করে চান্স পেতে পারে। কিন্তু একটি পরীক্ষা যদি খারাপ হয় তাহলে তার আর ভর্তির সুযোগ থাকবে না। এ ছাড়া এই পদ্ধতি ব্যক্তি স্বাধীনতায়ও বাদ সাধবে। কেউ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না চাইলেও সে চান্স পেলে ভর্তি হতে হবে। তবে এই বিষয়গুলো কাটানো গেলে সমন্বিত ভর্তিতে বাধা নেই।'

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি এখনো মনে করি সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি হওয়া উচিত। কিন্তু বড় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাগ্রহের কারণে এটি হচ্ছে না। তারা বলছে, তাদের সিন্ডিকেট রাজি না। এত দিন পরীক্ষা ও খাতা মূল্যায়ন নিয়ে যে অনাস্থা ছিল এবারের এইচএসসির ফলে তা অনেকটাই কেছে গেছে। হয়তো আরো দু-চার বছর অপেক্ষা করলে মেধার ভিত্তিতেও ভর্তি করা যেতে পারে।'

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতির বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভিত আছে। তাদের নিজেদের মতো করেই ভর্তি পরীক্ষা নিতে দেওয়া উচিত। ওই সব বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মানদণ্ডে শিক্ষার্থী বাছাই করে নেবে। এখন যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে, মানুষের সক্ষমতাও বেড়েছে। ফলে যারা বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারবে, তারাই যাবে। অন্যদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাদে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে উপাচার্যদের সংগঠন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন শুরু হবে ২৪ আগস্ট থেকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে। তবে যেদিনই হোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সকালে এবং ওই দিন বিকেলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

সবার আগে ভর্তি পরীক্ষা হবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৮ থেকে ১৮ অক্টোবর। এরপর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট), ১৪ অক্টোবর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ থেকে ২৬ অক্টোবর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ থেকে ৩০ অক্টোবর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ থেকে ২৯ নভেম্বর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ০৪ নভেম্বর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ নভেম্বর, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ নভেম্বর এবং শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষা হবে। এভাবে মূলত নভেম্বর ও ডিসেম্বরজুড়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছে, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন মাসজুড়ে ভর্তি পরীক্ষা হবে। অথচ সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা হলে তিন দিনের মধ্যেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....................
তারিখ.....................

চীফ. পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ. ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর